বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়,কৃষি ব্যাংক ভবন
৮৩-৮৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০।

মুজিবশতবর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৩৩)/২০১৯-২০২০/১৩৩৩ তারিখঃ ২৮.০৫.২০২০ ইং

০১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
০২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
০৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমুহ
০৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর ২৮ মে, ২০২০ তারিখের জারীকৃত ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৮ (কপি সংযুক্ত) এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। উক্ত পত্র মোতাবেক করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদ আগামী ৩০ মে, ২০২০ তারিখ শেষ হবে। এর প্রেক্ষিতে ৩১ মে ২০২০ তারিখ হতে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু এবং এ তারিখ হতে ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৯/২০০৯ এবং ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২০/২০০৯ (উভয় সার্কুলার লেটারের কপি সংযুক্ত) এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল অফিস ও লেনদেন সময়সূচী সাধারণভাবে পুনঃবহাল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

০৩। তবে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৩ মে, ২০২০ তারিখের স্মারক নংঃ স্বাঃঅধি/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/৩২ (কপি সংযুক্ত) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিধির সমূহের পরিপূর্ণ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে যা বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৮/২০২০ এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বিষয়ে মাসিক ভিত্তিতে একটি দফা ওয়ারী পরিপালন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইটসপিাভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক-এ দাখিল করতে হবে।

০৪। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত করোনা ভাইরাস সংক্রামিত মাঝারী ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক শাখা সমূহের দৈনিক ব্যাংকিং লেনদেনের সময়সূচী পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সকাল ১০.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ২.৩০ ঘাটকা পর্যন্ত হবে। এক্ষেত্রে লেনদেন পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রসাশন/স্বাস্থ্য বিভাগ এর নির্দেশ এবং এরূপ এলাকায় অবস্থিত শাখা/শাখাসমূহের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহান্তে ১ম কার্যদিবসে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইটসপিাভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক-এ দাখিল করতে হবে। এ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপকগণ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ঝুকিপূর্ণ এলাকার নিরিখে শাখা/শাখাসমূহ নিশ্চিত করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষসহ প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে অবহিত করবেন এবং তদানুযায়ী শাখার কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

চলমান পাতা-০২

Tanmay

০৫। সমুদ্র/স্থল/বিমানবন্দর এলাকায় (পোর্ট ও কাষ্টমস এলাকা) অবস্থিত ব্যাংকের শাখা/বুথসমূহ সাপ্তাহে ০৭ (সাত) দিন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা খোলা রাখার বিষয়ে ৫/৮/২০১৯ তারিখের ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২৪ অনুসারে স্থানীয় প্রশাসন সহ বন্দর/কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

০৬। অফিসের কর্ম পরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাক্তি, অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভাবা নারীগণকে কর্মস্থলে উপস্থিতি হতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৭। ইতোপূর্বে জারীকৃত ডিওএস সার্কলার লেটার নং-১৬/২০২০ এর প্রেক্ষিতে বিকেবি প্রধান কার্যালয় হতে বিগত ০৭-০৫-২০২০ তারিখে জারীকৃত পত্র নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৩৩)/২০১৯-২০২০/১৩১৬ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ ০৭ (সাত) পাতা।

২৮/০৫/২০২০

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৯৫৭৪০২৫

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৩৩)/২০১৯-২০২০/১৩৩৩(১২৫০) তারিখঃ ২৮.০৫.২০২০ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :-

০১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সচিব/সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে উপরোক্ত পত্রটি বিকেবির ওয়েব-সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
০৬। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। নথি/মহানথি।

২৮/০৫/২০২০

(মুহাম্মদ তাইবুর রহমান)
সহকারী-মহাব্যবস্থাপক

Tanmay

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৮

তারিখ ঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮ মে, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু প্রসঙ্গে।

করনাভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৩০ মে ২০২০ তারিখে শেষ হবে। এর প্রেক্ষিতে ৩১ মে ২০২০ তারিখ হতে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু এবং ঐ তারিখ হতে ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৯/২০০৯ ও ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২০/২০০৯ (উভয় সার্কুলার লেটারের কপি সংযুক্ত) এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক তফসিলি ব্যাংক সমূহের অফিস ও লেনদেন সময়সূচী সাধারণভাবে পুনঃবহাল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ।

০২। তবে, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে চালু করার সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১৩ মে ২০২০ তারিখের স্মারক নং: স্বা: অধি/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/৩২ (কপি সংযুক্ত) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ওয়েব সাইটে প্রকাশিত স্বাস্থ্য বিধির সমূহের পরিপূর্ণ পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে যা বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৮/২০২০ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত এ সংক্রান্ত বিষয়ে মাসিক ভিত্তিতে একটি দফাওয়ারি পরিপালন প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ০৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক-এ দাখিল করতে হবে।

০৩। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত করোনাভাইরাস সংক্রমিত মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক শাখা সমূহের দৈনিক ব্যাংকিং লেনদেনের সময়সূচী পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত হবে। এক্ষেত্রে লেনদেন পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রয়োজনে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সম্পর্কিত সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন/স্বাস্থ্য বিভাগ এর নির্দেশ এবং এরূপ এলাকায় অবস্থিত শাখা/শাখা সমূহের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহান্তে প্রথম কার্যদিবসে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক-এ দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-২

০৪। সমুদ্র/স্থল/বিমান বন্দর এলাকায় (পোর্ট ও কাস্টমস্ এলাকা) অবস্থিত ব্যাংকের শাখা/বুথ সমূহ সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার বিষয়ে ০৫/০৮/২০১৯ তারিখের ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২৪ অনুসারে স্থানীয় প্রশাসনসহ বন্দর/কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা অনুসারে গণ পরিবহন চলাচল সীমিত থাকাকালীন অবস্থায় প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়তের জন্য ব্যাংকের নিজ দায়িত্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৬। অফিসের কর্মপরিবেশে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভাবা নারীগণকে কর্মস্থলে উপস্থিতি হতে বিরত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৭। ইতোপূর্বে জারিকৃত ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৬/২০২০ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশ জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১১৩

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৯

তারিখ : ৩০ আশ্বিন, ১৪১৬ / ১৫ অক্টোবর,২০০৯

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী।

প্রিয় মহোদয়,

অফিস ও লেনদেন সময়সূচী প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৫ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং-সম(বিধি-৪)-সংশোধন(সময়)-৪/২০০৯-৩৯১ অনুযায়ী ব্যাংকিং বিভাগের একটি পদক্ষেপ হিসেবে ঢাকা মহানগরীর সকল তফসিলী ব্যাংকের অফিস কার্যকাল ও লেনদেন সময়সূচী নিম্নরূপভাবে পালিত হবে :-

দিবস	অফিস সময়সূচী	লেনদেন সময়সূচী
রবিবার হতে বৃহস্পতিবার	সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত (বেলা ২.০০ টা থেকে ২.৩০ মি: পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি)।	সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত।
শুক্রবার ও শনিবার	সাপ্তাহিক ছুটি।	--

২.০০ টা হতে ২.৩০ মি: পর্যন্ত নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিকালে লেনদেনের কাজ অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

নৌ, স্থল ও বিমান বন্দরে অবস্থিত শাখাগুলো বিশেষত বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো বিদ্যমান ব্যবস্থা মোতাবেক প্রয়োজনানুসারে সাপ্তাহিক/সরকারী ছুটির দিনে খোলা রাখতে হবে।

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর বাইরে অবস্থিত ব্যাংকসমূহের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নির্দেশ ১৮-১০-২০০৯ ইং তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, কে, সুর চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৭১২০৩৭৪

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ ।

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২০

তারিখ : ০৩ কার্তিক, ১৪১৬ / ১৮ অক্টোবর,২০০৯

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী ।

প্রিয় মহোদয়,

অফিস ও লেনদেন সময়সূচী প্রসংগে ।

অত্র বিভাগের ১৫ অক্টোবর,২০০৯ তারিখের ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৯ এর অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত সময়সূচী ঢাকা মহানগরীর বাইরে অবস্থিত ব্যাংক শাখাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে । সার্কুলার লেটারের অন্যান্য নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে ।

এই নির্দেশ ১৯-১০-২০০৯ ইং তারিখ থেকে কার্যকর হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, কে, সুর চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৭১২০৩৭৬

একই স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বা:অধি:/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/ ৩২ তারিখ: ১৩ মে ২০২০

বিষয়: কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর সতর্কতা ও সুরক্ষা প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এখন কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তি আছেন। কোথাও সংক্রমণের হার বাড়ছে। কোথাও স্থিতাবস্থায় আছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত দ্রুততম সময়ে সংক্রমণের হার হ্রাস করা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে সচল করার উদ্যোগ হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে খুলে দেয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতর আসন্ন বিধায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও পেশার জন্য সতর্কতা অবলম্বন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dghs.gov.bd থেকে ডাউনলোড করে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কারিগরি নির্দেশনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মহোদয়ের এই পত্রটি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা
মহাপরিচালক (ঘোষিতপ্রাপ্ত)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অনুলিপি কার্যার্থে ও সদয় অবগতির জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপক, সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাপকম
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম
৫. অফিস নথি

একই স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং: স্বা:অধি:/মহাপরিচালক/২০২০/কোভিড-১৯/ ৩২ তারিখ: ১৩ মে ২০২০

বিষয়: কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর সতর্কতা ও সুরক্ষা প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, দেশের প্রত্যেকটি জেলায় এখন কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তি আছেন। কোথাও সংক্রমণের হার বাড়ছে। কোথাও স্থিতাবস্থায় আছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য থাকা উচিত দ্রুততম সময়ে সংক্রমণের হার হ্রাস করা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে সচল করার উদ্যোগ হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে খুলে দেয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতর আসন্ন বিধায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও পেশার জন্য সতর্কতা অবলম্বন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কারিগরি নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dghs.gov.bd থেকে ডাউনলোড করে ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কারিগরি নির্দেশনাগুলি বাস্তবায়নের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করা হলো।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মহোদয়ের এই পত্রটি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

অধ্যাপক ডাঃ নাসিমা সুলতানা
মহাপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

অনুলিপি কার্যার্থে ও সদয় অবগতির জন্যঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)

১. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ ব্যবস্থাপক, সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাপকম
৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম
৫. অফিস নথি

ব্যাংক

১. খোলার আগে মহামারী প্রতিরোধী সমাগ্রী যেমন মাস্ক, জীবানুমুক্তকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করুন। আপদকালীন সংক্রমিত বস্তুর ডিসপোজাল এলাকা স্থাপন করুন। সকল ইউনিটের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণকে জোরদার করুন।

২. কর্মীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন। প্রতিদিন কর্মীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক অবস্থা নথিভুক্ত করুন যারা অসুস্থতা অনুভব করবে তাদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা নিন।

৩. ব্যাংকের প্রবেশমূখে তাপমাত্র পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র স্থাপন করুন বা তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা রাখুন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক তাপমাত্রাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই ঢুকতে দিন।

৪. বায়ুচলাচল বৃদ্ধি করুন। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এয়ার কন্ডিশনারের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে নিশিচত করুন । বিশুদ্ধ বাতাস বৃদ্ধি করুন এবং এয়ার সিস্টেমের ফিরে আসা বাতাসকে বন্ধ রাখুন।

৫. সর্বসাধারণের ব্যবহার্যসুবিধাসমূহ নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করুন (যেমন কিউইং মেশিন, কাউন্টার, চিফার মেশিন, রোলার পেন, ক্যাশ কাউন্টার, এটিএম, জনসাধারণের বসার জায়গা ইত্যাদি)

৬. জনসাধারণের চলাচলের এলাকা যেমন ব্যাংকের লবি, এলিভেটর এবং তথ্য কেন্দ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং ময়লা সময়মতো পরিষ্কার করুন।

৭. এটিএম-এ প্রবেশ করার লাইনে দাঁড়ানোর বা ব্যবহারের সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য লাইনে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখার (লাইনে ১ মিটার দূরত্ব অন্তর অপেক্ষা করা) ব্যবস্থা করুন।

৮. ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংকে আসা মানুষের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিদিনের ব্যবসায়িক কাজের জন্য ই-ব্যাংকিং অথবা এটিএম ব্যবহারের পরামর্শ দিন। কাউন্টারে জীবানুনাশকের ব্যবস্থা করুন এবং সকলকে হাত পরিষ্কারের ব্যাপারে সচেতন করুন।

৯. স্টাফদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে। হাতের হাইজিনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং হাঁচি দেয়ার সময় মুখ এবং নাক টিস্যু বা কনুই দিয়ে ঢাকতে হবে।

১০. ব্যাংকে আগত সকলকে মাস্ক পরতে হবে।

১১. পোস্টার, ইলেকট্রনিক স্ক্রিন এবং বুলেটিন বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য জ্ঞান পরিবেশন জোরদার করুন।

১২. যদি নিশ্চিত কভিড-১৯ রোগী থাকে তবে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসারে জীবানুমুক্তকরণ করতে হবে এবং একই সাথে এয়ার কন্ডিশনিং ও ভেন্টিলেশন সিস্টেমকে পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করতে হবে। মূল্যায়ন হওয়ার আগে পুনরায় তা চালু করা উচিত হবে না।

১৩. মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়, ব্যাংকগুলোকে তাদের বিজনেস আওয়ার সংক্ষিপ্ত করতে এবং আগত লোকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।